সঙ্গীত

"গীতং,বাদ্যং তথা নৃত্যং
ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।"

গীতম্ বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং
সঙ্গীত মুচ্যতে।

অর্থ
একটি গান, বাদ্যযন্ত্র
এবং নৃত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি
একে অপরের পরিপূরক
কারণ তারা গভীরভাবে
আন্তঃসংযুক্ত শিল্প রূপ।
অতএব, তারা সবাই
সঙ্গীতের ছত্রছায়ায় রয়েছে।

সূত্র: সঙ্গীত রত্নাকর,
শ্লোক ২১ স্বর্গদাধ্যায়

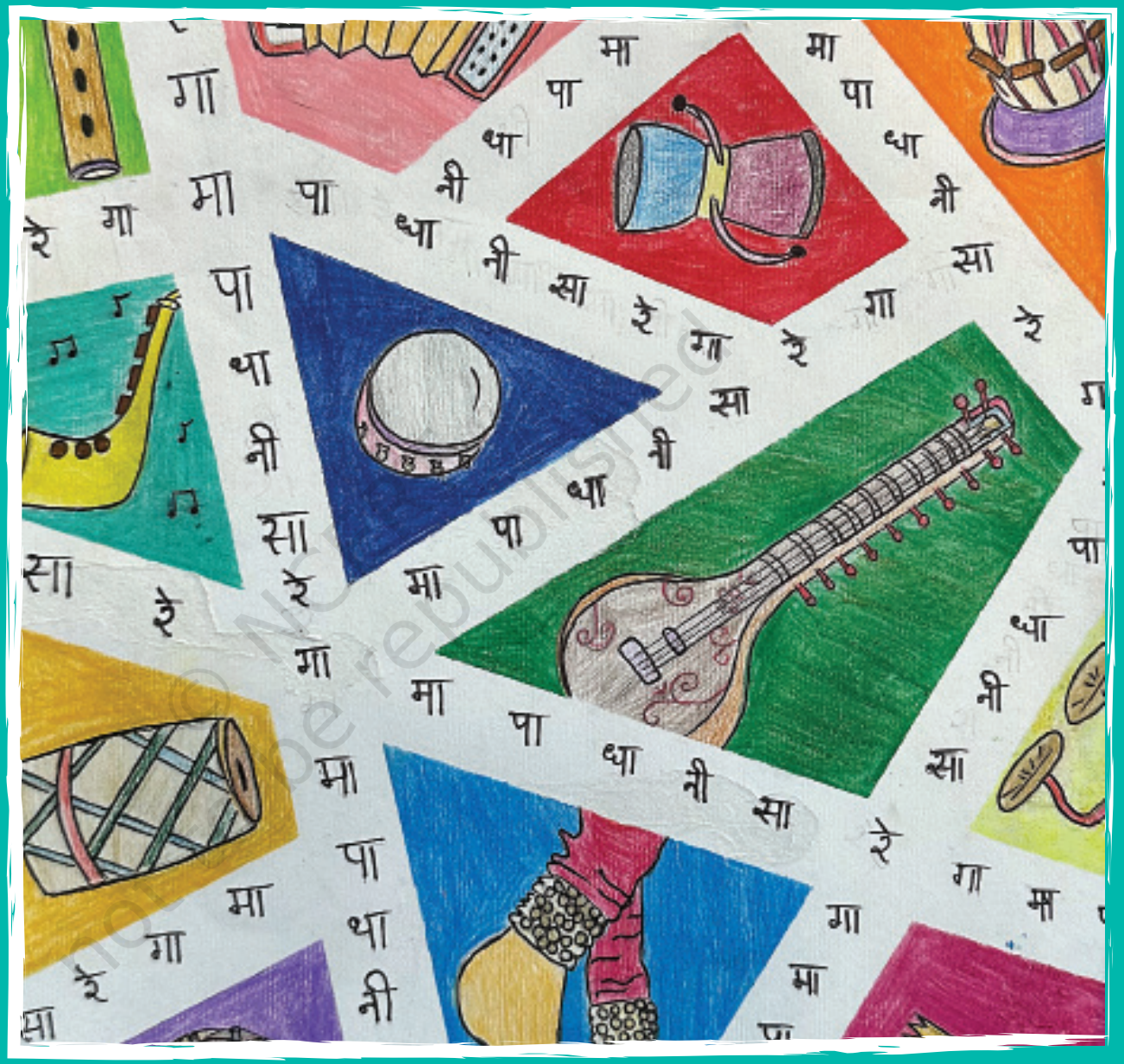

© NCERT not to be republished

শিক্ষকদের প্রতি দ্রষ্টব্য

সঙ্গীত, সহানুভূতি জাগিয়ে তোলা, সহযোগিতার প্রচার এবং স্ব-প্রকাশকে সহজতর করার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। এই বইটির লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের প্রশংসা করতে এবং মৌলিক দক্ষতা শিখতে অনুপ্রাণিত করা। বইটি থেকে নির্দিষ্ট গান এবং ক্রিয়াকলাপগুলি প্রবর্তন করলে আকর্ষণীয় হবে যা আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ফলাফলগুলিতে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে উৎসাহের সাথে অংশ নিতে এবং প্রক্রিয়াটি উপভোগ করতে উৎসাহিত করবে।

১. বাড়িতে অনুশীলন করার ফলে গান গাওয়া, যন্ত্র বাজানো, শোনা, তৈরি করা ইত্যাদির দক্ষতা তৈরি করতে সহায়তা করে। এটি শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করে।
২. উদঘাটনের জন্য শিক্ষার্থীদের সরাসরি সম্প্রচার সঙ্গীত অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
৩. তোমার বিদ্যালয়ে একজন সংগীতশিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান। শিশুদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং শিল্পীর সাথে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করুন।
৪. শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবের উদযাপনের সময় বাড়িতে শোনা গান গাইতে পছন্দ করে। শিশুরা ঘরে বসে যে গানগুলো শিখেছে সেগুলো শ্রেণিকক্ষে গাইতে উৎসাহিত করুন।
৫. দৈনন্দিন জীবনে সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানার অভিজ্ঞতা অর্জনের অনেক সুযোগ রয়েছে। শ্রেণীকক্ষের মাঝে ঘণ্টা বাজানোর পরিবর্তে এমন একটি সুর বাজানোর কথা বিবেচনা করুন যা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
৬. এই বিভাগে অনেক ক্রিয়াকলাপ দেওয়া আছে।বৈচিত্রের জন্য আপনি এই ক্রিয়াকলাপগুলি যোগ করতে পারেন।
৭. বইয়ের বেশিরভাগ গান এবং ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটি অডিও বা ভিডিও সংস্থান রয়েছে যা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে অধিগত করা যায়।

এই সঙ্গীত পাঠ্যক্রমটি চায় যে আপনি এবং শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত তৈরির যাত্রাটি পুরোপুরি উপভোগ করুন। আমরা তাদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি আজীবন ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে চাই, একটি গভীর উপলব্ধি উৎসাহিত করি যা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও বাড়বে।

শ্রেণিকক্ষের জন্য সম্পদ

১. শ্রেণিকক্ষটি এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে সংগীত শেখার মজাদার এবং আরামদায়ক হয়। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েরই আরামদায়ক বসতে এবং একসাথে গান গাইতে সক্ষম হওয়া উচিত। মেঝেতে বসে গানের ক্লাস করা সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। এটি যোগব্যায়ামের মতো বাচ্চাদের ভাল ভঙ্গি এবং সঠিক শ্বাস প্রশ্বাস সম্পর্কে শিখতে সহায়তা করে। শিক্ষকরা গানের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শৈলী এবং নকশায় আসন পরিবর্তন করতে পারেন। এটি শ্রেণীকক্ষকে আরও আকর্ষণীয় এবং সৃজনশীল করে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে।
২. ইন্টারনেট সংযোগ সহ কম্পিউটার,তানপুরার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার ব্যবস্থা করা এবং অডিও রিসোর্স বাজানোর জন্য স্পিকার।
৩. শ্রেণিকক্ষে সাধারণ বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য উপাদানের ব্যবস্থা করা।
৪. বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানের জন্য মাইক্রোফোন এবং সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা।
৫. হারমোনিয়াম,ঢোলক,মঞ্জিরা,ঝুমুর,খঞ্জনি,মাউথ অর্গান, বৈদ্যুতিক তানপুরা এবং তবলা এর মতো সাধারণ যন্ত্রের ব্যবস্থা.
৬. শিক্ষার্থীদের ভারতের একটি মানচিত্র দেখালে রাজ্যগুলির অবস্থানগুলি দেখানো এবং যেখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রচনার উদ্ভূত হয়েছে এবং নিয়মিত অনুশীলন করা হয়।

© NCERT not to be republished

ষষ্ঠ অধ্যায়

সঙ্গীত এবংতোমার অনুভূতি

উদ্দেশ্য: মেজাজ এবং আবেগকে তারা কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য বাদ্যযন্ত্রের অংশগুলিকে শোনা এবং সঙ্গীত উপাদানগুলির মাধ্যমে তোমার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখা।

0680CH06

শিক্ষকের দ্রষ্টব্য

এখানে দেওয়া মালয়ালাম গানটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে দেওয়ার জন্য একটি উদাহরণ যে সঙ্গীত সুর এবং ছন্দের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশ করতে পারে, এমনকি যদি গানের কথাগুলি এমন ভাষায় থাকে যা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের কাছে অপরিচিত ভাষায় একটি গান বাজাতে পারেন।

ক্রিয়াকলাপ ১: গানটি শোনো

ভাষা: মালয়ালম

কুট্টানাদান পুঞ্জায়িলে

কোচু পেন্নে কুইলালে

কোট্টু ভেনাম কুজল ভেনাম,কুরাভা ভেনাম

কুট্টানাদান পুঞ্জায়িলে, থিথাই থাকা থিথেই থম
কোচুপেন্নে কুইলালে, থিটি থারা থেই থম
কোট্টু ভেনাম কুজল ভেনাম, কুরাভা ভেনাম
(ও... থিথিথারা থিথিথাই থিথাই থাক্কা থেই থম) × ৪
ভারভেল কানারু ভেনাম কোডি থোরানঙ্গল ভেনাম
বিজয়শ্রী লালী থারাই বরুণু নিজঙ্গল
(ও... থিথিথারা থিথিথাই থিথাই থাক্কা থেই থম) × ৪
করুথা চিরাকু ভাচু থিথাই থাক্কা থেই থেই থম
আরায়ান্না কিলিপোল থিথিথারা থেই থম
কারুথা চিরাকু ভেচর আরায়ান্না কিলিপোল
কুথিচু কুথিচু পায়ুম কুথিরা পোল
(ও... থিথিথারা থিথিথাই থাক্কা থেই থেই থোম) × ৪

© NCERT not to be republished

- যে গানটি বাজানো হয়েছিল তার সাথে তুমি কোন অনুভূতিগুলিকে যুক্ত করো?
- তুমি কি এমন কোনও গান জানো যা স্মৃতি ফিরিয়ে আনে? গানটি গাও।
- শব্দগুলি মনে না থাকলেও তুমি কি সুরটি গুনগুন করে গাইতে পারো?

ক্রিয়াকলাপ ২: সঙ্গীত এবং আমাদের স্মৃতি

সঙ্গীত আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আবেগকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। গান শোনা এবং সৃষ্টি করা আমাদের আনন্দ দিতে পারে।

একটি গান অতীতের ঘটনা এবং তাদের অংশ ছিল এমন লোকদের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে পারে। একে বলা হয় সঙ্গীত উদ্দীপিত স্মৃতি হিসাবে পরিচিত!

গান গাওয়া

বিজ্ঞাপনগুলিতে বাজানো বিভিন্ন ধরণের সংগীত শোনো এবং এই বইয়ে বা তোমার কম্পিউটারে একটি গানের সূচি তৈরি করো।

তোমার বাবা-মা এবং ঠাকুরমা-ঠাকুরমাকে তাদের শৈশবের প্রিয় গান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। এই গানগুলির সঙ্গে তারা কোন স্মৃতিগুলিকে যুক্ত করে?

নিম্নলিখিত বাক্সগুলিতে যে কোনও জিঙ্গেল বা গান লেখো যা তুমি মনে করতে পারো।

একটি উৎসবের গান.....

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

© NCERT not to be republished

ক্রিয়াকলাপ ৩: শোনো এবং অনুভব করো

আমাদের চারপাশে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত রয়েছে। তুমি যখন বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শোনো তখন তোমার অনুভূতিগুলি বিবেচনা করো। সানাই, নাদস্বরম, ঢোল, ডমরু, এডাইক্কা বা কোনও সুরেলা গানের কথা মনে করো-এই সুরগুলি শোনার সময় তোমার কী মনে হয়? তাতে কি তুমি খুশি হও, তোমাকে নাচতে অনুপ্রাণিত করে, শান্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে যা তুমি নীরবে উপভোগ করতে চাও বা তোমাকে পাশাপাশি গান গাইতে বাধ্য করে? যে অনুভূতিগুলো জীবনে আসে এই সুরেলা শব্দগুলি শোনার সময় আবেগ গুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে তাকে বলা হয় আবেগ ।আবেগ সমস্ত মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এসো আমরা কিছু যন্ত্রসংগীত শুনে একই অভিজ্ঞতা অর্জন করি! গানগুলো শুনে তোমার কেমন লেগেছিল? তোমার অনুভূতি লেখো।

১ . _____

২._____

৩. _____

বেহালা

এখানে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একই যন্ত্র, একটি বেহালা ব্যবহার করে বাজানো হয়েছিল।

তোমার কন্ঠস্বর কীভাবে বিভিন্ন আবেগ এবং গতিশীলতা - সুখ, দুঃখ, উচ্চতা এবং স্নিগ্ধতা প্রকাশ করতে পারে তার অনুরূপ - একটি যন্ত্রের বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন আবেগ জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে।

তুমি বেহালার আওয়াজ শুনেছো। এবার আমাদের দেশে জনপ্রিয় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র শোনার চেষ্টা করো। বাঁশি, সেতার, সানাই, তবলা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন শব্দ এবং সুর কীভাবে বিভিন্ন আবেগ জাগিয়ে তোলে তা বোঝার চেষ্টা করো।

© NCERT not to be republished

ক্রিয়াকলাপ ৪: সঙ্গীতের রূপরেখা তৈরি করো

সঙ্গীতের প্রতিটি অংশ একটি করে গল্প বলে যা আমরা এখন অবধি আলোচনা করে এসেছি। এখন, এসো আমরা এটি চেষ্টা করে দেখি;সংগীতের একটি অংশ শোনো এবং তোমার নিজস্ব শিল্পের মাধ্যমে এটি উপস্থাপন করো। তুমি রঙ পেন্সিল, কলম বা রং ব্যবহার করে আঁকতে এবং রঙ করতে পারো। তোমার অঙ্কনটিকে একটি ক্যাপশন বা শিরোনাম দাও।

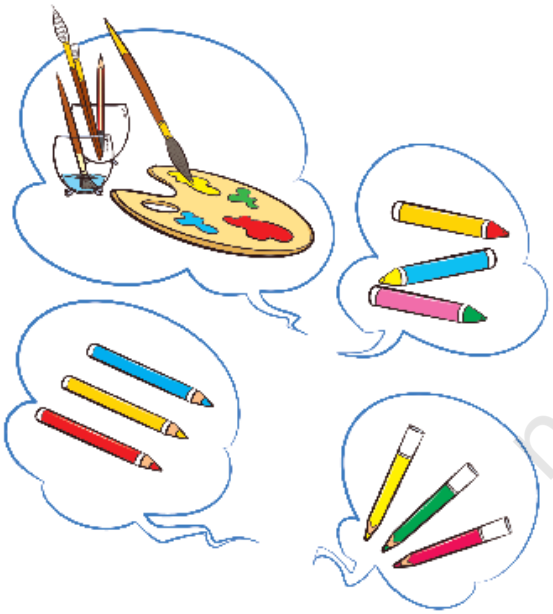

© NCERT not to be republished

হাততালি | জোরে পা ফেলো | টোকা মারো | চুটকি বাজাও | গুন গুন করো | সিটি বাজাও

শিক্ষকের দ্রষ্টব্য

শ্রেণীকক্ষটিকে দলে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং প্রতিটি দলকে কোনও পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্র থেকে একটি মুলভাব বা একটি বিষয় দেওয়া যেতে পারে। দলটিকে তাল এবং সুরের মাধ্যমে তাদের ধারণাগুলি গানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। তারা ক্রিয়াকলাপ ৬ এর অধীনে পরবর্তী পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা মাত্রা এবং গতিবিদ্যা প্রকরণের ধারণাগুলিও ব্যবহার করতে পারে। প্রস্তাবিত বর্ণনাটি ব্যবহার করো বা শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব দৃশ্যকল্প নিয়ে আসতে পারে।

ক্রিয়াকলাপ ৫: সঙ্গীতের মাধ্যমে তোমার ভাবের প্রকাশ করো

তুমি কি শব্দ ছাড়াই সংগীতের মাধ্যমে কোনও আবেগ প্রকাশ করতে তোমার শরীর ব্যবহার করতে পারো?

রেগে গেলে কী করবে? তুমি যখন খুশি হও, তখন তুমি কী করো? মন খারাপ হলে কী করো?

এই আবেগগুলি প্রকাশ করতে তুমি তোমার কণ্ঠস্বর বা শরীরের নড়াচড়া (তালি, জোরে পা ফেলা, ভঙ্গি করা, শ্বাস নেওয়া) ব্যবহার করতে পারো।

দৃশ্য ১

আমি আমাদের বিদ্যালয়ের আসন্ন ভ্রমনের জন্য উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠছি! বাইরে পাখির মৃদু কিচিরমিচির শব্দ করছে আমি আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার আলমারি খুঁজছি। বিভিন্ন পোশাকের মধ্যে যতক্ষন পছন্দমতো না পাই খুঁজে যাচ্ছি। "হ্যাঁ! এই সেই পোশাকটা!" আমি এত খোঁজার পর খুশিতে চিৎকার করে উঠি।

দৃশ্য ২

দীর্ঘ বাস ভ্রমণের পর আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম। আমরা যখন সাফারি জিপে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে, যার ফলে পাতাগুলি খসখস করে নড়ছে। গাছগুলো সুন্দরভাবে দুলছে।

দৃশ্য ৩

আমরা যখন বনের আরও গভীরে প্রবেশ করি, তখন আমরা অসংখ্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের মুখোমুখি হই। অরণ্য পোকামাকড়ের ডাকের শব্দ, পাখির কিচিরমিচির আর পশুপাখির ডাকের সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়।

© NCERT not to be republished

তুমি কি জানো

প্রাণীদেরও আমাদের মতো আবেগ আছে। তুমি কি লক্ষ্য করেছো যে অনেক পাখি এবং প্রাণী একে অপরের সাথে যোগাযোগের জন্য শব্দ ব্যবহার করে? পাখিরা যোগাযোগের জন্য কিচিরমিচির শব্দ করে। ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী গঙ্গা নদীর ডলফিন, অন্ধ হওয়ার জন্য যোগাযোগের জন্য টিকটিক শব্দ করে এবং শিসের মতো শব্দ করে। পুরুষ হ্যাম্পব্যাক তিমি তাদের দীর্ঘ এবং কঠিন গানের জন্যও বিখ্যাত।তুমি কি প্রাণীদের শব্দের মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে দেখেছো? কিছু উদাহরণ আলোচনা করি।

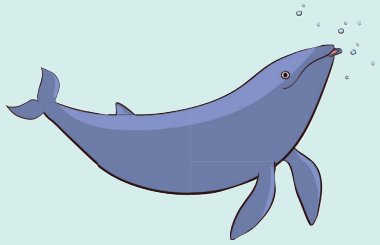

দীর্ঘকালীন ক্রিয়াকলাপ

জাতক কাহিনী এবং পঞ্চতন্ত্র থেকেএকটি আঞ্চলিক লোককাহিনী অথবা গল্প বর্ণনা করো। বাদ্যযন্ত্রের উপাদান বা গানের সাথে বর্ণনাটি ছড়িয়ে দাও যা গল্পটিকে জীবন্ত করতে সহায়তা করবে!

ক্রিয়াকলাপ ৬: বাদ্যযন্ত্রের উপাদানগুলি সম্পর্কে জানো

মাত্রা এবং গতিময়তা

তুমি কি কখনও খেয়াল করেছো যে যখন তুমি খুশি, রাগ বা দু: খিত হয়েছো তখন তুমি কীভাবে বিভিন্ন শব্দ এবং কণ্ঠস্বর ব্যবহার করো? আবেগ প্রকাশ করতে মাত্রা এবং গতিময়তা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা আমাদের বলে যে সুরটি কতটা উঁচু বা নিচু এবং গতিবিদ্যা আমাদের বলে যে একটি সঙ্গীত কতটা জোরে বা নরম হবে ।

ছন্দ

ছন্দ সর্বত্র। তুমি কি কখনও তোমার হৃদস্পন্দন শুনেছো? তোমার হাঁটার ছন্দটি তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমার থেকে কীভাবে আলাদা? সঙ্গীতে, ছন্দ হল নকশা যার প্রতিসম স্পন্দন রয়েছে, একটি গানের সাথে বাজানো হয়।

স্বরের গান

দেখো ভিডিওটি দেখো ও 'স্বরের গান' গাও। এই গানটি রাগ শঙ্করভরণম বা রাগ বিলাওয়ালে তৈরি করা হয়েছে। গানটি গাওয়ার সময় মাত্রার বিভিন্নতার দিকে মনোযোগ দাও। ছন্দ বজায় রাখতে তোমার হাত ব্যবহার করো।

নাক্কারা

গুমাত

দুটি বাদ্যযন্ত্রের আলাদা মাত্রা রয়েছে। নাক্কারার একটি জোরে আওয়াজ আছে যখন গুমাতের গভীর অনুরণন আছে।

© NCERT not to be republished

তুমি কি জানো

সাতজনের মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে বৈচিত্র্য রয়েছে। যেহেতু, এস এবং পি এর বৈচিত্র্য নেই, তাই বলা হয় অচল স্বর। বাকিরা স্বরগুলি আর, জি, এম, ডি, এন কে বলা হয় চাল স্বর। কারণ তাদের প্রত্যেকের দুটি বৈচিত্র্য আছে।

হিন্দুস্তানি এবং কর্ণাটকী সঙ্গীতে স্বরের উচ্চারণ ।

	হিন্দুস্তানি	কর্ণাটকী
এস	সা	সা
আর	রে	রি
জি	গা	গা
এম	মা	মা
পি	পা	পা
ডি	ধা	দা
এন	নি	নি

লেখার সময় আমরা এস, আর, জি, এম, পি, ডি, এন হিসাবে লিখব।

এসো জেনে নিই কর্ণাটকী এবং হিন্দুস্তানি সঙ্গীতে গাওয়া স্বরের নাম। এতে মোট ১২টি লেখা রয়েছে।

হিন্দুস্তানি সঙ্গীত	কর্ণাটকী সঙ্গীত
সা-সাদাজ	সা — শাদজাম্
রে- ঋষভ	রি — ঋষভম্
কোমল ঋষভ, শুদ্ধ ঋষভ	শুদ্ধ ঋষভম্, চতুশ্রুতি ঋষভম্
গা— গান্ধার	গা— গান্ধারম্
কোমল গান্ধার, শুদ্ধ গান্ধার	সাধরণ গান্ধারম্, অন্তর গান্ধারম্
মা— মধ্যম	মা— মধ্যমম্
শুদ্ধ মধ্যম, তীব্র মধ্যম	বিশুদ্ধ মধ্যমম্, প্রতী মধ্যমম্
পা— পঞ্চম	পা— পঞ্চমম্
ধা— ধৈবত	ধা - দৈবতম্
কোমল ধৈবত, শুদ্ধ ধৈবত	শুদ্ধ দৈবতম্, চতুশ্রুতি দৈবতম্
নি— নিষাদ	তাও না— নিষাদম্
কোমল নিষাদ, শুদ্ধ নিষাদ।	কৈশিকি নিষাদম্ কাকলি নিষাদম্

চলচ্চিত্রের গান, ভজন, আঞ্চলিক গান, লোকসঙ্গীত,সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের গান সমস্ত তৈরি করা হয় - এস, আর, জি, এম, পি, ডি, এন এর সুর দিয়ে তৈরি করা হয়। এই নোটগুলি দিয়ে সমস্ত রচনা বা গান তৈরি করা হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যেমন হিন্দুস্তানি এবং কর্ণাটকের পাশাপাশি লোক সঙ্গীত, অর্ধ শাস্ত্রীয়, ভক্তিমূলক, দেশাত্মবোধক এবং চলচ্চিত্র সঙ্গীতের মতো ঘরানা সহ অনেক ঘরানা রয়েছে।

© NCERT not to be republished

তুমি কি জানো

শ্রীমতি এম.এস শুভলক্ষ্মী সর্বকালের অন্যতম বিখ্যাত এবং অনুপ্রেরণামূলক কর্ণাটকী গায়িকা। তিনিই প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ যিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে ভারতরত্ন পেয়েছিলেন। কর্ণাটকী সঙ্গীত ছাড়াও তিনি অনেক ভজন এবং সংস্কৃত শ্লোকও গেয়েছিলেন। এর মধ্যে 'হরি তুম হারো' এবং 'বৈষ্ণব জনতো' ছিল গান্ধীজির প্রিয় ভজন। তিনি তার মৌলিকত্ব, সরলতা এবং সঙ্গীতের বিশুদ্ধতার জন্য পরিচিত। তিনি তার যাদুকরী কণ্ঠে ভক্তিতে ভরা গান গেয়েছিলেন।

ক্রিয়াকলাপ ৭: গলা সাধা ওয়ার্মআপ

গলা সাধা

নীচের স্বরের নকশাটি অলঙ্কার বা সরগম হিসাবে পরিচিত।

অলঙ্কার অর্থ অলঙ্করণ বা সাজসজ্জা। গহনাগুলি যেমন সোনা এবং মূল্যবান পাথরের বিভিন্ন বিন্যাস দিয়ে নকশা করা হয়, তেমনি সঙ্গীতের সাতটি ধ্বনি একটি মনোরম এবং নান্দনিক সুর তৈরি করার জন্য নিদর্শনগুলিতে সাজানো হয়। সব সঙ্গীতেরই আবেদন থাকতে হবে।

1. SR RG GM MP PD DN NṠ
   ṠN ND DP PM MG GR RS

2. SRG RGM GMP MPD PDN DNṠ
   ṠND NDP DPM PMG MGR GRS

3. SRGM RGMP GMPD MPDN PDNṠ
   ṠNDP NDPM DPMG PMGR MGRS

4. SR
   SRG
   SRGM
   SRGMP
   SRGMPD
   SRGMPDN
   SRGMPDNṠ

   ṠN
   ṠND
   ṠNDP
   ṠNDPM
   ṠNDPMG
   ṠNDPMGR
   ṠNDPMGRS

5. SG RM GP MD PN DS
   SD NP DM PG MR GS

6. SM RP GD MN PS
   SP NM DG PR MS

© NCERT not to be republished

তুমি কি জানো

ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিতা লতা মঙ্গেশকর ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা প্লেব্যাক গায়িকা। তিনি ৩৬ টিরও বেশি ভারতীয় ভাষায় এবং কয়েকটি বিদেশী ভাষায় গান রেকর্ড করেছেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর তিন অষ্টক জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি দেশাত্মবোধক গান 'অ্যায়ে মেরে ওয়াতন কে লোগো' গানটি গেয়েছিলেন এবং ১৯৬২ সালের যুদ্ধে প্রাণ হারানো ভারতীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন।

ক্রিয়াকলাপ ৮: মেডলি

একটি মেডলি হ'ল একটি মিশ্রণ, বা বিভিন্ন গান বা সুরের সংমিশ্রণ যা সংগীতের একটি অংশ হিসাবে একসাথে বাজানো হয়।এসো আমরা মজা করি।

১. প্রতিটি গান যে আবেগ বোঝানোর চেষ্টা করে তা সনাক্ত করো। এমনকি যদি তুমি ভাষা না জানো তবে বাদ্যযন্ত্রের উপাদানগুলি কি একটি নির্দিষ্ট আবেগ প্রকাশ করতে সহায়তা করে?
২. এই প্রতিটি অংশের ছন্দ কী প্রকাশ করে?
৩. প্রতিটি গানের বাদ্যযন্ত্রের উপাদানগুলি সনাক্ত করো।

থাভিল, পুঙ্গি, চিমটা, গিটার ইত্যাদির সাথে একটি গান গাওয়া যেতে পারে।

এসো একটি মেডলি গান গাইতে শিখি

এর মধ্যে মেডলি বা কয়েকটি গান শেখো। শ্রেণীকক্ষটি দলে বিভক্ত করা যেতে পারে যেখানে প্রতিটি দল মেডলির একটি টুকরো উপস্থাপন করে। এই মেডলিটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উদযাপনের গানের একটি ধারা। এই মজাদার গানগুলি গাওয়ার সময় নড়াচড়া করো, দোলো এবং ছন্দ বজায় রাখো!

কারাওকে দিয়ে যে কোনও মেডলি গাইতে শেখো

© NCERT not to be republished

ক্রিয়াককলাপ ৯: গতিশীলতা, সুর ও ছন্দের উপর খেলা খেলো

এই খেলাগুলি শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য নকশা করা হয়েছে। শিক্ষকদের তাদের নিজস্ব খেলাগুলি ভাবতে এবং নকশা করতে উৎসাহিত করা হয় যা স্থানীয় সংগীত সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে।

ক্রিয়াকলাপ ১: কন্ঠস্বর শনাক্ত করো (স্বর, গঠন, স্টাইল)।

একজন শিক্ষার্থীকে চোখ বেঁধে রাখতে হবে এবং অন্য শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে পরিচিত বা শেখানো একটি গান গাইতে পারে। চোখ বন্ধ করা শিক্ষার্থীকে গান গাওয়া শিক্ষার্থীকে সনাক্ত করতে হবে।

শিক্ষকদের দ্রষ্টব্য

প্রতিটি শিক্ষার্থীর কথা বলা এবং গান গাওয়ার স্টাইলে তাদের স্বর, গঠন এবং শৈলীতে পার্থক্য রয়েছে। এই ক্রিয়াকলাপটি করে শ্রেণীকক্ষে সমবয়সীদের কন্ঠস্বরের গঠন, স্টাইল এবং গতিশীলতা বুঝতে এবং সনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

- শিক্ষার্থীরা পরিবার বা সমাজের যে কোনও ব্যক্তির কণ্ঠে বিভিন্ন কন্ঠস্বরের গঠন এবং গতিশীলতা সনাক্ত করতে দাও। এটি বিভিন্ন শব্দ এবং তাদের উৎসগুলি সনাক্ত করার প্রতি সংবেদনশীলতা বিকাশ করবে।
- বিভিন্ন বাদ্যন্ত্রের উপর যে কোনও গান বাজাও এবং তাদের শব্দ এবং গঠনের উপর ভিত্তি করে যন্ত্রটি সনাক্ত করতে বলো।

ক্রিয়াকলাপ ২: সুরের উপর ভিত্তি করে গানটি চিহ্নিত করো।

শ্রেণীকক্ষে পরিচিত অথবা শেখানো হয় এমন একটি গান গুনগুন করার জন্য যে কোনও শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করো। সুরটি শুনে শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিশুরা গানটি সনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

© NCERT not to be republished

শিক্ষকের দ্রষ্টব্য

এই ধরনের ক্রিয়াকলাপগুলি একটি খেলার পদ্ধতিতে উপস্থাপনের সময় আগ্রহ এবং আত্মবিশ্বাসকে সক্রিয় করে।

৩, ৪, ৫, ৭, ৯ সংখ্যার দলের শিকক্ষার্থীরা নিম্নরূপ তাদের নাম উচ্চারণ করতে পারবে।

তিনজন শিক্ষার্থীর দলের নাম দেওয়া হবে তা, কি, তা ও দলের নাম হতে হবে 'তিস্র'.

চারজন শিক্ষার্থীর দলের নাম দেওয়া হবে ধা গে না তি ও দলের নাম হতে হবে 'চতুরস্র'.

পাঁচ জন শিক্ষার্থীর দলকে তা, কা, তা, কি, তা নাম দেওয়া হবে এবং দলের নাম হতে হবে 'খণ্ড'.

সাতজন শিক্ষার্থীর দলকে তি ,তি, না, ধি, না, ধি, না, নাম দেওয়া হবে এবং দলের নাম হতে হবে 'মিশ্র'।

শিক্ষকের দ্রষ্টব্য

- এই খেলাটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছন্দের বোধ (গতি, চক্র, নিদর্শন) অনুভূতি বাড়ানোর জন্য।
- শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব নিদর্শন এবং গোষ্ঠী নকশা করতে পারো এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে কোনও ছন্দের খেলা খেলতে পারো।

তোমার নিজের খেলা তৈরি করো যাতে স্বর এবং তাল, কণ্ঠ্যসাধা, মেডলি এবং যে কোনও রচনা থাকা উচিত।

নয়জন শিক্ষার্থীর দলকে তা, কা, দি, মি, তা, কা, তা, কি তা এবং দলের নাম দেওয়া হবে 'সংকীর্ণ'।

© NCERT not to be republished